**খুদ্দকপাঠ ও খুদ্দকপাঠ অর্থকথা**

[একটি আধুনিক ও প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ]

ভাষান্তর: করুণাবংশ ভিক্ষু

প্রকাশকাল

১৩ জানুয়ারি ২০২৩, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ২৫৬৬ বুদ্ধবর্ষ

# ১. ত্রিশরণ

আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি।

আমি ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি।

আমি সংঘের শরণ গ্রহণ করছি।

দ্বিতীয়বার আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি।

দ্বিতীয়বার আমি ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি।

দ্বিতীয়বার আমি সংঘের শরণ গ্রহণ করছি।

তৃতীয়বার আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি।

তৃতীয়বার আমি ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি।

তৃতীয়বার আমি সংঘের শরণ গ্রহণ করছি।

ত্রিশরণ সমাপ্ত।

# ২. দশটি শিক্ষাপদ

০১. আমি প্রাণিহত্যা হতে বিরতির শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

০২. আমি অদত্তগ্রহণ হতে বিরতির শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

০৩. আমি অব্রহ্মচর্য হতে বিরতির শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

০৪. আমি মিথ্যাবাক্য হতে বিরতির শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

০৫. আমি সুরা, আসব, মদ ও প্রমাদের কারণ হতে বিরতির শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

০৬. আমি বিকালে ভোজন হতে বিরতির শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

০৭. আমি নাচ, গান, বাদ্য ও বিরূপ দৃশ্য দর্শন হতে বিরতির শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

০৮. আমি মালা পরা, (রূপচর্চার জন্য) সুগন্ধি ও প্রসাধনী গায়ে মাখা ও সাজগোজ করা থেকে বিরতির শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

০৯. আমি উচ্চশয্যা ও মহাশয্যা হতে বিরতির শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

১০. আমি সোনা-রুপো গ্রহণ হতে বিরতির শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

দশটি শিক্ষাপদ সমাপ্ত।

# ৩. দেহের বত্রিশটি অংশ

এই দেহে আছে:

“চুল, লোম, নখ, দাঁত, চামড়া;

মাংস, পেশিতন্তু, হাড়, হাড়ের মজ্জা, কিডনি;

হৃৎপিণ্ড, যকৃত, ঝিল্লি, প্লীহা, ফুসফুস;

অন্ত্র, অন্ত্ররজ্জু, পাকস্থলীর ভুক্তদ্রব্য, মল, মগজ;

পিত্ত, শ্লেষ্মা, পুঁজ, রক্ত, ঘাম, মেদ;

অশ্রু, চর্বি, থুতু, শিকনি, গ্রন্থিতেল, মূত্র।”

দেহের বত্রিশটি অংশ সমাপ্ত।

# ৪. কুমার-প্রশ্ন

০১. “এক মানে কী?” “সকল সত্ত্বই আহারের ওপর নির্ভরশীল।”

০২. “দুই মানে কী?” “মন (*নামং*) ও পদার্থ (*রূপং*)।”

০৩. “তিন মানে কী?” “তিন প্রকার অনুভূতি।”

০৪. “চার মানে কী?” “চার আর্যসত্য।”

০৫. ‍“পাঁচ মানে কী?” “পাঁচটি আঁকড়ে ধরার পুঞ্জ।”

০৬. “ছয় মানে কী?” “ছয়টি অভ্যন্তরীণ আয়তন।”

০৭. “সাত মানে কী?” “সাতটি বোধির অঙ্গ (*বোজ্ঝঙ্গা*)।”

০৮. “আট মানে কী?” “আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।”

০৯. “নয় মানে কী?” “নয়টি সত্ত্বাবাস।”

১০. “দশ মানে কী?” “দশ অঙ্গ সমন্বিত ব্যক্তিকে ‘অর্হৎ’ বলা হয়।”

কুমার-প্রশ্ন সমাপ্ত।

# ৫. মঙ্গল সূত্র

০১. আমি এরূপ শুনেছি। একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে বাস করছিলেন জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের বিহারে। তখন উজ্জ্বল দেহধারী জনৈক দেবতা রাতের শেষদিকে পুরো জেতবনকে আলোকিত করে ভগবান যেখানে আছেন সেখানে উপস্থিত হলো। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে দাঁড়াল। একপাশে দাঁড়িয়ে সেই দেবতা ভগবানকে গাথাযোগে বলল:

০২. “সকলের স্বস্তি কামনা করে বহু দেবতা

ও মানুষ মঙ্গল সম্বন্ধে চিন্তা করেছেন;

(দয়া করে এখন আপনি)

উত্তম মঙ্গল সম্পর্কে বলুন।”

০৩. “মূর্খ ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা না করা,

পণ্ডিত ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা করা,

এবং পূজনীয় ব্যক্তিদের পূজা করা,

এটিই হচ্ছে উত্তম মঙ্গল।”

০৪. “ধর্মানুকূল দেশে বসবাস করা,

পূর্বকৃত পুণ্যসম্পত্তি সঞ্চিত থাকা,

এবং নিজেকে সম্যক পথে পরিচালিত করা,

এটিই হচ্ছে উত্তম মঙ্গল।”

০৫. “শাস্ত্রজ্ঞান, শিল্পবিদ্যা,

বিনয়ে সুশিক্ষিত হওয়া,

এবং সুভাষিত কথা বলা,

এটিই হচ্ছে উত্তম মঙ্গল।

০৬. “মাতাপিতার সেবাযত্ন করা,

স্ত্রী-পুত্রের প্রতি সদয় আচরণ করা,

এবং নির্দোষ পেশা অবলম্বন করা,

এটিই হচ্ছে উত্তম মঙ্গল।”

০৭. “দান দেওয়া, ধর্মচর্চা করা,

জ্ঞাতিদের সাহায্য করা,

এবং নির্দোষ কর্ম সম্পাদন করা,

এটিই হচ্ছে উত্তম মঙ্গল।”

০৮. “পাপকাজে আনন্দ না পাওয়া,

পাপকাজ হতে বিরত থাকা,

মদ্যপান হতে সংযত থাকা,

এবং কুশলধর্মে অপ্রমত্ত থাকা,

এটিই হচ্ছে উত্তম মঙ্গল।”

০৯. “গৌরব প্রদর্শন করা, ভদ্র ব্যবহার করা,

সন্তুষ্ট থাকা, কৃতজ্ঞ হওয়া,

এবং যথাসময়ে ধর্মশ্রবণ করা,

এটিই হচ্ছে উত্তম মঙ্গল।”

১০. “সহিষ্ণু হওয়া, সুবাধ্য হওয়া,

শ্রমণদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করা,

এবং যথাসময়ে ধর্মালোচনা করা,

এটিই হচ্ছে উত্তম মঙ্গল।”

১১. “তপস্যা করা, ব্রহ্মচর্য পালন করা,

আর্যসত্য দর্শন করা এবং নির্বাণ সাক্ষাৎ করা,

এটিই হচ্ছে উত্তম মঙ্গল।”

১২. “যাঁর চিত্ত অষ্ট লোকধর্মে বিচলিত হয় না,

যাঁর চিত্ত শোকহীন, বিরজ ও ভয়হীন,

এটিই হচ্ছে উত্তম মঙ্গল।”

১৩. (এতক্ষণ ধরে যে-সকল মঙ্গলের কথা বলা হলো)

“এই সমস্ত মঙ্গলময় কাজ সম্পাদন করে

(মারের দ্বারা) সর্বত্র অপরাজেয় হয়ে,

সর্বত্রই (তারা) স্বস্তি (সুখ) লাভ করে থাকে।

এগুলোই হচ্ছে তাদের পক্ষে উত্তম মঙ্গল।”

মঙ্গল সূত্র সমাপ্ত।

# ৬. রত্ন সূত্র

০১. এখানে যে-সকল অমনুষ্য সমবেত হয়েছে,

যারা ভূমিবাসী কিংবা আকাশবাসী;

সকল সত্ত্বগণ আনন্দিত হও,

আমার দেশনা মন দিয়ে শোনো।

০২. অতএব, হে অমনুষ্যগণ, সবাই শোনো,

মানুষদের প্রতি মৈত্রীপরায়ণ হও।

তারা তোমাদের উদ্দেশ্যে রাত-দিন পূজা দেয়,

তাই অপ্রমত্ত হয়ে তাদের রক্ষা করো।

০৩. ইহলোকে কিংবা পরলোকে যা কিছু বিত্ত আছে,

অথবা স্বর্গে যা কিছু শ্রেষ্ঠ রত্ন আছে;

সেগুলোর কোনোটিই তথাগতের সমান নয়।

এই বুদ্ধরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন।

এই সত্যের দ্বারা স্বস্তি হোক।

০৪. ক্ষয়, বিরাগ, অমৃত ও উৎকৃষ্ট—

যা সমাহিত শাক্যমুনি অধিগত করেছেন,

সেই ধর্মের সমতুল্য কিছুই নেই।

এই ধর্মরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন।

এই সত্যের দ্বারা স্বস্তি হোক।

০৫. বুদ্ধশ্রেষ্ঠ যেই শুচির কথা প্রকাশ করেছেন,

যাকে আনন্তরিক সমাধি বলা হয়;

সেই সমাধির সমতুল্য কিছুই নেই।

এই ধর্মরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন।

এই সত্যের দ্বারা স্বস্তি হোক।

০৬. যে আটজন ব্যক্তি সৎপুরুষের দ্বারা প্রশংসিত,

তাঁরা জোড়া হিসেবে চার জোড়া;

তাঁরা দক্ষিণাযোগ্য, সুগতের শিষ্য,

এঁদের দান দিলে মহাফল লাভ হয়।

এই সংঘরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন।

এই সত্যের দ্বারা স্বস্তি হোক।

০৭. যাঁরা সুষ্ঠুভাবে নিয়োজিত মানসিক দৃঢ়তা সহকারে,

যাঁরা গৌতম বুদ্ধের শাসনে নিষ্ক্রমণকারী,

তাঁরা যা প্রাপ্তব্য তা লাভ করেছেন, অমৃতে ডুব দিয়ে,

বিনামূল্যে লাভ করে, শান্তি উপভোগ করছেন।

এই সংঘরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন।

এই সত্যের দ্বারা স্বস্তি হোক।

০৮. মাটিতে পোঁতা শক্ত খুঁটি যেমন

চতুর্দিকের বাতাসে কম্পিত হয় না,

ঠিক তদ্রূপ তাঁকেই আমি ‘সৎপুরুষ’ বলি,

যিনি আর্যসত্যকে পরিপূর্ণভাবে দর্শন করেন।

এই সংঘরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন।

এই সত্যের দ্বারা স্বস্তি হোক।

০৯. যাঁরা গম্ভীর প্রাজ্ঞ কর্তৃক সুদেশিত

আর্যসত্যকে প্রতিভাত করেন,

তাঁরা যদি খানিকটা প্রমত্তও হয়ে থাকেন,

তবুও অষ্টমবার জন্মগ্রহণ করেন না।

এই সংঘরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন।

এই সত্যের দ্বারা স্বস্তি হোক।

১০. সেই দর্শনসম্পদের সঙ্গে তাঁর

তিনটি বিষয় পরিত্যক্ত হয়।

আত্মদৃষ্টি, সন্দেহ, শীল ও ব্রতের মিথ্যাদৃষ্টি,

অথবা যা কিছু আছে।

১১. তিনি চার অপায় হতে মুক্ত হন,

ছয়টি গুরুতর পাপকাজ সম্পাদন করা

তাঁর পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

এই সংঘরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন।

এই সত্যের দ্বারা স্বস্তি হোক।

১২. তিনি যদি সামান্যতম পাপকর্মও করেন,

তিনি যদি কায়িক পাপকর্ম করেন,

বাচনিক কিংবা মানসিক পাপকর্মও করেন,

তিনি তা গোপন রাখতে পারেন না।

কারণ, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে

পাপ গোপন করা অসম্ভব বলা হয়েছে।

এই সংঘরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন।

এই সত্যের দ্বারা স্বস্তি হোক।

১৩. গ্রীষ্মঋতুর প্রথম মাসে যেমন

বনের বৃক্ষরাজির ডালপালায় ফুল ফোটে,

সত্ত্বগণের পরম হিতের জন্য ভগবান

তাদৃশ শ্রেষ্ঠ ধর্ম দেশনা করেছেন।

এই বুদ্ধরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন।

এই সত্যের দ্বারা স্বস্তি হোক।

১৪. শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠজ্ঞ, শ্রেষ্ঠ ধর্ম প্রদায়ক,

শ্রেষ্ঠ আহরণকারী, অনুত্তর (ভগবান)

শ্রেষ্ঠ ধর্ম দেশনা করেছেন।

এই বুদ্ধরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন।

এই সত্যের দ্বারা স্বস্তি হোক।

১৫. যাঁদের পুরোনো কর্ম ক্ষীণ হয়েছে,

নতুন কর্ম উৎপন্ন হওয়ার কারণ নেই,

যাঁদের পুনর্জন্মের প্রতি আসক্তি নেই,

সেই ধীর ব্যক্তিগণ ক্ষীণবীজ ও আকাঙ্ক্ষাহীন হয়ে

এই প্রদীপের মতো নির্বাপিত হন।

এই সংঘরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন।

এই সত্যের দ্বারা স্বস্তি হোক।

১৬. এখানে যে-সকল অমনুষ্য সমবেত হয়েছে,

যারা ভূমিবাসী কিংবা আকাশবাসী;

(আমরা সকলে মিলে)

দেবতা ও মানুষদের দ্বারা পূজিত

তথাগত বুদ্ধকে আমরা নমস্কার করি।

এর ফলে সকলের স্বস্তি হোক।

১৭. এখানে যে-সকল অমনুষ্য সমবেত হয়েছে,

যারা ভূমিবাসী কিংবা আকাশবাসী;

(আমরা সকলে মিলে)

দেবতা ও মানুষদের দ্বারা পূজিত

তথাগত ধর্মকে আমরা নমস্কার করি।

এর ফলে সকলের স্বস্তি হোক।

১৮. এখানে যে-সকল অমনুষ্য সমবেত হয়েছে,

যারা ভূমিবাসী কিংবা আকাশবাসী;

(আমরা সকলে মিলে)

দেবতা ও মানুষদের দ্বারা পূজিত

তথাগত সংঘকে আমরা নমস্কার করি।

এর ফলে সকলের স্বস্তি হোক।

রত্ন সূত্র সমাপ্ত।

# ৭. তিরোকুট্ট সূত্র

০১. প্রেতগণ প্রাচীরের ওপাশে, সন্ধিস্থলে ও মোড়ে

দাঁড়িয়ে আছে, এবং নিজ ঘরে এসে

দরজার খুঁটিতে দাঁড়িয়ে আছে।

০২. প্রচুর অন্ন-পানীয় এবং খাদ্য-ভোজ্য

প্রস্তুত করা হলেও সত্ত্বগণের কৃতকর্মের কারণে

কেউই তাদের স্মরণ করে না।

০৩. যারা অনুকম্পাপরায়ণ তারা যথাসময়ে

শুচি, উৎকৃষ্ট, উপযুক্ত পানীয়-ভোজন

জ্ঞাতিদের উদ্দেশ্যে দান করে থাকে এভাবে:

“এটি জ্ঞাতিদের হোক! জ্ঞাতিরা সুখী হোক!”

০৪. সেই জ্ঞাতিপ্রেতগণ সেখানে সমবেত হয়ে

প্রচুর অন্ন-পানীয়কে শ্রদ্ধাভরে অনুমোদন করে।

০৫. যাদের অনুগ্রহে পুণ্যফল লাভ করেছি

আমাদের সেই জ্ঞাতিগণ দীর্ঘজীবী হোক।

এতে করে আমাদেরও পূজা করা হলো,

এবং দাতারাও নিষ্ফল হয় না।

০৬. সেখানে কৃষিকাজ নেই, গোপালন নেই,

সে-রকম কোনো ব্যবসা-বাণিজ্যও নেই,

টাকাপয়সার বিনিময়ে বেচাকেনাও নেই,

এখান থেকে যা দেওয়া হয় তা দিয়েই

মৃত প্রেতরা সেখানে জীবনধারণ করে।

০৭. বৃষ্টির জল যেমন উঁচু জায়গা থেকে

নিচু জায়গার দিকে প্রবাহিত হয়,

ঠিক তদ্রূপ এখান থেকে প্রদত্ত দানই

প্রেতদের কাছে গিয়ে পৌঁছায়।

০৮. নদীর জলধারা যেমন সাগরকে পরিপূর্ণ করে,

ঠিক তদ্রূপ এখান থেকে প্রদত্ত দানই

প্রেতদের কাছে গিয়ে পৌঁছায়।

০৯. সে আমায় কত কিছু দিয়েছিল,

সে আমার জন্য কত কিছু করেছিল,

সে আমার জ্ঞাতি, বন্ধু ও সঙ্গী ছিল,

এভাবে তার পূর্বকৃত কাজের কথা

স্মরণ করেই প্রেতদের দান দেওয়া উচিত।

১০. কান্না, শোক এবং যা বাড়তি বিলাপ—

সেগুলো প্রেতদের কোনো কাজে লাগে না।

এভাবেই জ্ঞাতিগণ সেখানে বেঁচে থাকে।

১১. এই যে দান দেওয়া হয়েছে তা সংঘে সুপ্রতিষ্ঠিত,

এটি তাদের দীর্ঘকাল হিতসুখের জন্য

তৎক্ষণাৎ তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছায়।

১২. এতে সেই জ্ঞাতিধর্মের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হলো,

প্রেতদের মহৎ পূজা করা হলো,

ভিক্ষুদের বল বাড়িয়ে দেওয়া হলো,

তোমাদের দ্বারাও বিপুল পুণ্য করা হলো।

তিরোকুট্ট সূত্র সমাপ্ত।

# ৮. নিধিকণ্ড সূত্র

০১. গভীরে, জলের তলদেশে পুরুষ সম্পত্তি গচ্ছিত রাখে,

কল্যাণকর কৃত্য দেখা দিলে আমার কাজে লাগবে ভেবে।

০২. রাজার উৎপাতে, চোরের উৎপীড়নে অথবা ঋণমুক্তিতে,

দুর্ভিক্ষে অথবা বিপদে-আপদে (আমার কাজে লাগবে)।

এসব উদ্দেশ্যেই পুরুষ জগতে সম্পত্তি গচ্ছিত রাখে।

০৩. গভীরে, জলের তলদেশে ঠিকমতো গচ্ছিত রাখলেও

সেগুলোর সবই সব সময় তার কাজে আসে না।

০৪. কারণ সম্পত্তি স্থানচ্যুত হতে পারে,

অথবা চিহ্নিত স্থানটি ভুলে যেতে পারে,

অথবা নাগগণ সরিয়ে নিতে পারে,

অথবা যক্ষরাও হরণ করতে পারে।

০৫. অথবা অপ্রিয় উত্তরাধিকারীরাও

অজ্ঞাতে তুলে নিতে পারে,

আর যখন পুণ্যক্ষয় হয়

তখন তো সবই বিনষ্ট হয়ে যায়।

০৬. দানের দ্বারা, শীলের দ্বারা, সংযমের দ্বারা ও দমনের দ্বারা

যেই স্ত্রী বা পুরুষের সম্পত্তি সুন্দরভাবে গচ্ছিত রাখা হয়।

০৭. চৈত্যে বা সংঘে, ব্যক্তির মাঝে বা অতিথিদের মাঝে,

মাতা ও পিতার মাঝে, কিংবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মাঝে।

০৮. এই সম্পত্তি সুগচ্ছিত, অজেয় ও অনুগামী।

সব ছেড়ে গমনীয়গুলোর মধ্যে এটি নিয়েই গমন করে।

০৯. এই সম্পত্তি অন্য সবকিছু হতে অসাধারণ,

এবং চোরেরা হরণ করতে পারে না।

ধীর ব্যক্তি পুণ্য করেন, যা অনুগামী সম্পত্তি।

১০. এই সম্পত্তি দেবমনুষ্যদের সকল মনস্কাম পূরণ করে দেয়,

তারা যা-ই প্রার্থনা করে, সবই এর দ্বারা লাভ হয়।

১১. সুন্দর ত্বক, সুন্দর কণ্ঠস্বর, সুন্দর দৈহিক গঠন,

সুরূপতা, আধিপত্য ও পরিবার, সবই এর দ্বারা লাভ হয়।

১২. প্রাদেশিক রাজত্ব, প্রভুত্ব, প্রিয় চক্রবর্তীসুখ ও দেবরাজত্ব,

এমনকি দিব্য সত্ত্বদের, সবই এর দ্বারা লাভ হয়।

১৩. মনুষ্যসম্পত্তি, দেবলোকে যা আনন্দ এবং

যা নির্বাণসম্পত্তি, সবই এর দ্বারা লাভ হয়।

১৪. যে মিত্রসম্পদকে ভিত্তি করে

সঠিকভাবে আত্মনিয়োগ করে,

তার বিদ্যাবিমুক্তিতে দক্ষতা—

সবই এর দ্বারা লাভ হয়।

১৫. প্রতিসম্ভিদা, বিমোক্ষ এবং যা শ্রাবকপারমী,

পচ্চেকবোধি ও বুদ্ধভূমি, সবই এর দ্বারা লাভ হয়।

১৬. এই পুণ্যসম্পত্তি এমনই মহাকল্যাণপ্রদ।

তাই ধীর ও পণ্ডিতরা পুণ্য করাকে প্রশংসা করেন।

নিধিকণ্ড সূত্র সমাপ্ত।

# ৯. মৈত্রী সূত্র

০১. “করণীয় ভালো কাজে দক্ষ ব্যক্তি

শান্তপদ নির্বাণ অধিগত করে

সক্ষম, সোজা, সরল, সুবাধ্য,

মৃদুস্বভাব ও নিরহংকারী হন।”

০২. “তিনি সন্তুষ্ট, সুখে ভরণপোষণযোগ্য,

অল্পকৃত্য, লঘু জীবন-যাপনকারী, শান্ত-ইন্দ্রিয়,

বিচক্ষণ, অপ্রগল্ভ ও গৃহকুলে অনাসক্ত হন।”

০৩. “তিনি এমন কোনো ক্ষুদ্র অসদাচরণ করেন না,

যাতে অন্য বিজ্ঞ ব্যক্তিরা নিন্দা করতে পারেন।

সকল সত্ত্ব সুখী ও উপদ্রবহীন হোক!

সকল সত্ত্ব সুখীচিত্তের অধিকারী হোক!”

০৪. “অস্থির-অবিচল-নির্বিশেষে

যে-সকল প্রাণী ও জীবগণ আছে,

এবং যে-সকল লম্বা, বড়ো, মাঝারি, খাটো,

ক্ষুদ্র, মোটাসোটা প্রাণী ও জীবগণ আছে।”

০৫. “দৃষ্ট-অদৃষ্ট, যারা দূরে কিংবা কাছে বাস করে,

যারা জন্ম নিয়েছে কিংবা জন্মান্বেষী;

সকল সত্ত্বগণই সুখীচিত্তের অধিকারী হোক।”

০৬. “তারা একে অপরকে বঞ্চনা না করুক,

কোথাও কাউকে অবজ্ঞা না করুক।

তারা হিংসা ও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে

পরস্পরের দুঃখ কামনা না করুক।”

০৭. “মা যেমন নিজের একমাত্র পুত্রকে

প্রাণ দিয়ে হলেও রক্ষা করে,

তেমনি তিনিও সকল সত্ত্বগণের প্রতি

অপরিসীম মৈত্রীচিত্ত গড়ে তোলেন।”

০৮. “তিনি ওপরে, নিচে ও মধ্যবর্তী দিকে,

সমস্ত জগতের প্রতি শত্রুহীন ও প্রতিপক্ষহীন,

অবাধ ও অপরিসীম মৈত্রীচিত্ত গড়ে তোলেন।”

০৯. “দাঁড়ানো, হাঁটা, বসা অথবা শোয়া—

প্রতিটি ক্ষেত্রে যতক্ষণ না তন্দ্রাভাব তাকে পেয়ে বসে,

ততক্ষণ তিনি এই মৈত্রীস্মৃতি অধিষ্ঠান করেন।

এখানে একেই ‘ব্রহ্মবিহার’ বলা হয়।

১০. “তিনি মিথ্যাদৃষ্টি অতিক্রম করে,

শীলবান ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন;

কাম্য বিষয়ে লোভকে দমন করে,

পুনরায় গর্ভাশয়ে জন্মাতে আসেন না।”

মৈত্রী সূত্র সমাপ্ত।

খুদ্দকপাঠ সমাপ্ত।

খুদ্দকনিকায়ের অন্তর্গত

**খুদ্দকপাঠ অর্থকথা**

বইয়ের এই পৃষ্ঠাটি ইচ্ছাকৃতভাবে খালি রাখা হয়েছে।

# গ্রন্থারম্ভ কথা

**আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি।**

**আমি ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি।**

**আমি সংঘের শরণ গ্রহণ করছি।**

এই শরণ গ্রহণের বিবৃতি হচ্ছে ক্ষুদ্র বিষয়গুলোর মধ্যে আদি বা প্রথম।

এখন এর অর্থ *পরমার্থজ্যোতিকা* নামক খুদ্দক অর্থকথায় বিবৃত করার জন্য, বিভক্ত করার জন্য, সহজবোধ্য করার জন্য এটি বলা হয়েছে:

আমি বন্দনার যোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে

উত্তম ত্রিরত্নকে বন্দনা নিবেদন করে,

ক্ষুদ্র বিষয়গুলোর অর্থবর্ণনা করব।

এই ক্ষুদ্র বিষয়গুলো অত্যন্ত গম্ভীর,

তাই আমার ন্যায় শাসন সম্পর্কে

অবোধ ব্যক্তির পক্ষে এর বর্ণনা

তুলে ধরা কিঞ্চিৎ অতি দুষ্করও বটে।

আমাদের পূর্বাচার্যদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আজও অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলমান,

যেহেতু নয় অঙ্গযুক্ত শাস্তাশাসন

এখনো সেভাবেই স্থিত আছে।

তাই তো আমি এই অর্থবর্ণনা

তুলে ধরার ইচ্ছা পোষণ করছি।

বুদ্ধের উপদেশের ওপর নির্ভর করে

গড়ে ওঠা প্রাচীন স্থবিরদের বিশ্লেষণ।

আমি সদ্ধর্মকে অত্যন্ত সম্মান জানিয়েই

এই অর্থবর্ণনা তুলে ধরছি, আত্মপ্রশংসা

কিংবা অন্যদের নিন্দা করবার জন্য নয়।

আপনারা তা একাগ্রমনে শ্রবণ করুন।

# ক্ষুদ্র বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা

এখানে “**আমি ক্ষুদ্র বিষয়গুলোর অর্থবর্ণনা করব**” বলায় আমি প্রথমে ক্ষুদ্র বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করে, পরে সেগুলোর অর্থবর্ণনা করব। ক্ষুদ্র বিষয়গুলো হচ্ছে খুদ্দকনিকায়ের একটি অংশ, খুদ্দকনিকায় হচ্ছে পাঁচটি নিকায়ের একটি অংশ। পাঁচটি নিকায় হচ্ছে—

দীর্ঘ, মধ্যম, সংযুক্ত, অঙ্গুত্তর ও খুদ্দক।

এই পাঁচটি নিকায় ধর্ম ও অর্থগতভাবে গভীর।

এখানে ব্রহ্মজাল সূত্র ইত্যাদি চৌত্রিশটি সূত্র মিলে **দীর্ঘনিকায়**। মূলপর্যায় সূত্র ইত্যাদি একশো বায়ান্নটি সূত্র মিলে **মধ্যমনিকায়**। প্লাবন অতিক্রম সূত্র ইত্যাদি সাত হাজার সাতশো বাষট্টিটি সূত্র মিলে **সংযুক্তনিকায়**। চিত্তকে অধিকার করা সূত্র ইত্যাদি নয় হাজার পাঁচশো সাতান্নটি সূত্র মিলে **অঙ্গুত্তরনিকায়**। খুদ্দকপাঠ, ধর্মপদ, উদান, ইতিবুত্তক, সূত্রনিপাত, বিমানকাহিনি, প্রেতকাহিনি, থেরগাথা, থেরীগাথা, জাতক, নির্দেশ (মহানির্দেশ ও চূলনির্দেশ), প্রতিসম্ভিদা (প্রতিসম্ভিদামার্গ), অপদান, বুদ্ধবংশ, চরিয়াপিটক, বিনয় ও অভিধর্মপিটক, অথবা চারটি নিকায় বাদে বাকি সমগ্র বুদ্ধবচনই হচ্ছে **খুদ্দকনিকায়**।

কিন্তু কেন এগুলোকে খুদ্দকনিকায় বলা হয়? বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মস্কন্ধের সমষ্টি ও নিবাস হওয়ার কারণে। সমষ্টি ও নিবাসকেই “নিকায়” বলা হয়। “হে ভিক্ষুগণ, আমি চিত্তের মতো অন্য একটি নিকায়কেও (অর্থাৎ নিবাসকেও) দেখছি না, যেমন, হে ভিক্ষুগণ, এই ইতর প্রাণীগুলো। (সং.নি.৩.১০০) কীটপতঙ্গের নিকায়, স্বেদজ প্রাণীদের নিকায়” এভাবে ইত্যাদি শব্দগুলো এখানে প্রজাতি ও জগতের ভিত্তিতে বলা হয়েছে। এটি হচ্ছে খুদ্দকনিকায়ের একটি অংশ। সূত্রপিটকভুক্ত এই উদ্দিষ্ট বিষয়গুলো বিবৃত, বিভাজিত ও সহজবোধ্য করার পক্ষে অর্থগতভাবে ক্ষুদ্র, সেই ক্ষুদ্র বিষয়গুলোর মধ্যে শরণ, শিক্ষাপদ, দেহের বত্রিশটি অংশ, কুমার-প্রশ্ন, মঙ্গল সূত্র, রত্ন সূত্র, তিরোকুট্ট সূত্র, নিধিকণ্ড সূত্র ও মৈত্রী সূত্রের ভিত্তিতে নয় প্রকারে বিভক্ত “খুদ্দকপাঠ” বইটি হচ্ছে আদি বা প্রথম, তাও আবার আচার্য-পরম্পরা মৌখিক আবৃত্তির মধ্য দিয়ে চলে আসার ভিত্তিতে, ভগবান কর্তৃক বলার ভিত্তিতে নয়। ভগবান কর্তৃক বলার ভিত্তিতে—

“গৃহনির্মাতাকে খুঁজতে খুঁজতে তাকে না পেয়ে

আমি অনেক জন্মপরিভ্রমণ করেছি,

বারবার জন্মগ্রহণ করা দুঃখ।”

“হে গৃহনির্মাতা, এবার তোমার দেখা আমি পেয়েছি,

পুনরায় তুমি আর গৃহ নির্মাণ করতে পারবে না।

তোমার কড়িকাঠ সব ভেঙে গেছে, গৃহচূড়া বিধ্বস্ত,

আমার বিধ্বংসগত চিত্ত তৃষ্ণাক্ষয় প্রাপ্ত হয়েছে।”

(ধ.প.১৫৩-১৫৪)

এই গাথা দুটি সমগ্র বুদ্ধবচনের মধ্যে প্রথম। তাও আবার মনে মনে বলার ভিত্তিতে, মুখে উচ্চারণ করে বলার ভিত্তিতে নয়। কিন্তু মুখে উচ্চারণ করে বলার ভিত্তিতে—

“যখন সত্যিই ধর্মগুলো উৎপন্ন হয়

একজন উদ্যমী ও ধ্যানরত ব্রাহ্মণের।

এরপর সকল সন্দেহই দূর হয়ে যায়,

কারণ তিনি হেতুযুক্ত ধর্মকে জেনেছেন।” (উদা.১; মহাৰ.১)

এই গাথাটিই প্রথম। তাই নয়টি বিষয় সমন্বিত এই “খুদ্দকপাঠ” বইটি হচ্ছে এই ক্ষুদ্র বিষয়গুলোর মধ্যে আদি বা প্রথম, এখন আমি একদম শুরু থেকেই এর অর্থবর্ণনা আরম্ভ করব।